BSAA Circular No. 161 /2022 Dt : ১৯-১২-২০২২

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

পরিচালক (ট্রাফিক) এর দপ্তর

বিষয়ঃ- চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারকারীদের সাথে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান এনপিপি, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি, বিএন চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
স্থান	ঃ	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর Conference রুম।
তারিখ	ঃ	২৯-১১-২০২২ইং।
সময়	ঃ	সকাল ১১.০০ ঘটিকা।

১। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ মহোদয় Virtual Platform এ উপস্থিত প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের পরিচালক, জনাব জাজরিন নাহার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী সহ উপস্থিত সকল স্টেকহোল্ডারগণকে স্বাগত জানিয়ে সভা আরম্ভ করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, চট্টগ্রাম বন্দরের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন Stake Holder গণের সাথে সর্বশেষ গত ০৫/০৯/২০২২ইং তারিখে এবং ২৩/১০/২০২২ইং তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ; তারই ধারাবাহিকতায় এই সভার আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি বিগত ২৩/১০/২০২২ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোন সংস্থার কোন প্রকার আপত্তি আছে কিনা তা জানতে চান এবং কারো আপত্তি না থাকলে উক্ত কার্যবিবরণী দৃঢ় করণের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন।

২। সভায় Virtual Platform এ উপস্থিত কর্মকর্তা বৃন্দ, স্টেকহোল্ডারগণের প্রতিনিধি এবং In-Person উপস্থিতির সর্বসম্মতিক্রমে ২৩/১০/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়।

৩। FCL এবং LCL cargo র standard palletization এর বিষয়টি সভায় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বেশ কয়েকটি সার্কুলার জারি করা হয়েছে এবং এতে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে শতভাগ Compliance নিশ্চিত হয়নি।

সভায় উপস্থিত সকলে মত প্রকাশ করেন যে, যেহেতু ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে তাই আগামী পহেলা জানুয়ারী ২০২৩ ইংরেজি খ্রিস্টাব্দ হতে FCL এবং LCL Cargo-র ক্ষেত্রে Standard Palletization অনুসরণ করা না হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ করা সহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৪। চট্টগ্রাম বন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে IMDG Code অনুযায়ী বিপদজনক পণ্যবাহী কন্টেইনারে যথাযথ স্টিকার লাগানোর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলে একমত পোষণ করেন। শিপিং এজেন্ট এবং ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার গণ ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আরও সতর্ক হবেন মর্মে সভাকে আশ্বস্ত করেন।

৫। ডকুমেন্টের জাল-জালিয়াতি প্রতিরোধ এবং বন্দরের গেইটে যানজট নিরসনে স্ক্যানিং রিপোর্ট এর হার্ডকপির পরিবর্তে সফট কপি অনলাইনে প্রেরনের বিষয়ে শুল্ক কর্তৃপক্ষের ASYCUDA World System এ নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীগণ কাজ করছেন মর্মে অতিরিক্ত কমিশনার অব কাস্টমস, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম সভাকে অবহিত

BSAA Received 574
Dated 18-12-22
Signature

করেন। এছাড়াও পুরাতন স্ক্যানার সমূহ প্রতিস্থাপন বিষয়ে তিনি জানান যে, ইতোমধ্যে স্ক্যানার সংগ্রহের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। খুব সহসাই স্ক্যানার সংগ্রহ করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

৬। চট্টগ্রাম বন্দর অভ্যন্তরস্থ পুরাতন অকশন গোলায় রক্ষিত দীর্ঘ প্রায় ৩০/৪০ বছরের পুরনো পণ্য সামগ্রী শুল্ক বিভাগ কর্তৃক সরিয়ে নেয়ার বিষয়টি সভায় আলোচিত হয়। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে শুল্ক বিভাগ হতে প্রেরিত পত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান যে, উক্ত পত্রটিতে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে। তাই পত্রটি শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুনরায় পরিষ্কার করে প্রেরণ করতে হবে।

এছাড়া বন্দর অভ্যন্তরস্থ অত্যন্ত জরাজীর্ণ ৫৯ বক্স বিপদজনক পণ্যবাহী কন্টেইনার এর মধ্যে যে কন্টেইনার গুলি এখনও ধ্বংস বা নিলাম করা হয়নি তা সম্পর্কে সভায় উপস্থিত অতিরিক্ত কমিশনার অব কাস্টমস কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম জানান যে, ধ্বংস বা নিলাম করার পূর্বে কন্টেইনার সমূহের মধ্যে কি পণ্য রয়েছে তা জানা জরুরী। যেহেতু এই কন্টেইনার গুলি অনেক পুরাতন তাই এগুলোর আইজিএম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে কন্টেইনারের পণ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পণ্যের নমুনা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বি সি এস আই আর সহ বিভিন্ন পরীক্ষাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। পণ্য সম্পর্কে খুব সহসাই বিস্তারিত জানা যাবে মর্মে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এ সকল কন্টেনারের পণ্য সামগ্রী সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেলে তা দ্রুততার সহিত নিলাম অথবা ধ্বংস করা হবে মর্মেও তিনি সভাকে অবহিত করেন।

৭। সকল ধরনের নিলামযোগ্য বিপদজনক পণ্য ও পচনশীল পণ্য নির্ধারিত সময়ে খালাস না হলে এবং নিলামের প্রয়োজন হলে তা প্রথম বিডে অথবা স্বল্পতম সময় দ্বিতীয় বিডে বা Spot Auction এর মাধ্যমে নিলাম সম্পন্ন করার বিষয়টি সভায় আলোচিত হয়। অতিরিক্ত কমিশনার অব কাস্টমস, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম সভাকে অবহিত করেন যে, এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-কে অবহিত করা হয়েছে। সহসাই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

৮। মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে আনীত পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি কারকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে অতিরিক্ত কমিশনার অব কাস্টমস, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম সভাকে জানান যে এ ধরনের ক্ষেত্রে সাধারণত অভিযুক্ত আমদানীকারকের শুনানি গ্রহণ পূর্বক শুল্ক আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকে। মিথ্যা ঘোষণার গুরুত্ব অনুযায়ী আমদানি কারকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কঠোর অবস্থানে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

৯। বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাধারণ কার্য দিবস, সাপ্তাহিক ছুটির দিন এবং সরকারি বন্ধের দিন শুল্ক কর পরিশোধের লক্ষ্যে আরটিজিএস লেনদেনের সময়সীমা বিকাল ৫ ঘটিকা পর্যন্ত চালু রাখার বিষয়ে চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি হতে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর প্রতিনিধি সভা কে অবহিত করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, আরটিজিএস সার্ভার টি আংশিকভাবে কেবলমাত্র চট্টগ্রাম বন্দর বা শুল্ক বিভাগ সংশ্লিষ্ট লেনদেনের জন্য চালু রাখা যায় না। এটি চালু রাখতে গেলে বাংলাদেশের সকল তফসিলি ব্যাংকের জন্যই চালু রাখতে হয়। বর্তমানে বিকেল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত আরটিজিএস সার্ভার চালু থাকে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। তবে চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি হতে এরূপ পত্র প্রেরণ করা হলে আরটিজিএস সার্ভার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চালু রাখা এবং বন্ধের দিন সমূহের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চালু রাখার বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংক বিবেচনা করতে পারে মর্মেও তিনি সভাকে অবহিত করেন।

১০। LC খোলার সময় আমদানি পণ্যের সঠিক নাম ও বিবরণ-Proper Shipping Name (PSN) উল্লেখ করার বিষয়টি নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রতিনিধি সহ উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।বাংলাদেশ

ব্যাংকের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, এল সি খোলার সময় Proper Shipping Name (PSN) উল্লেখ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক সমূহ কে পরামর্শ দেয়া হবে।

১১। চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম ২৪x৭ গতিশীল রাখা প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম কাস্টমস্ এজেন্ট এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিগণ সভাকে জানান যে, সপ্তাহের অন্যান্য কর্ম দিবসের ন্যায় শুক্র-শনি ও রবিবার এবং অন্যান্য সরকারি বন্ধের দিন শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল পদায়ন করে কায়িক পরীক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে। তবে শিপিং এজেন্ট গনের নিকট হতে ডেলিভারি অর্ডার পেতে কখনো কখনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় মর্মে কাস্টমস্ এজেন্ট এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিবৃন্দ সভাকে অবহিত করেন। শিপিং এজেন্ট এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগন সভায় জানান যে, বিষয়টি তারা কাস্টমস্ এজেন্টস এসোসিয়েশনের সাথে আলোচনা করে দ্বিপাক্ষিকভাবে সমাধান করবেন।

১২। আই এস পি এস কমপ্লায়েন্সের অংশ হিসেবে জেটি সাইড হতে এলসিএল কার্গো অপারেশন বন্দর সংরক্ষিত এলাকার বাইরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আগামী দিনগুলিতে আরো বেশ কয়েকটি শেড বন্দর অভ্যন্তর হতে সরিয়ে বাইরে নেয়া হবে। চট্টগ্রাম বন্দরের উত্তরোত্তর Handing বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ব্যবসা বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ক্রমাগত এর ফ্যাসিলিটি বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। কোন কোন মহল হতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করা হচ্ছে মর্মে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। এ ধরনের কার্যক্রমে জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে সভায় সকলে একমত পোষন করেন।

১৩। বন্দর অভ্যন্তরে অনলাইন টিকেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে ট্রাক এবং Covered Van প্রবেশ ও বাহিরের বিষয়ে পরিচালক (নিরাপত্তা) সভাকে জানান যে, এ বিষয়ে ধীরে ধীরে উন্নতি সাধিত হচ্ছে; তবে এটি এখনো শতভাগ পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম কাস্টমস্ এজেন্টস এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি জানান যে, তাঁরা অগ্রিম টাকা দিয়ে কার্ড সিস্টেমে কার্ড ক্রয় করে তার মাধ্যমে বন্দর অভ্যন্তরে ট্রাক বা Covered Van প্রবেশের ফি প্রদান করতে আগ্রহী। এই ব্যবস্থা চালু করা গেলে এটি শতভাগ সফলতার সহিত পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

১৪। চট্টগ্রাম বন্দরে ইয়ার্ড ভিত্তিক ইকুইপমেন্ট ব্যবস্থাপনা এবং অপারেটরগণের Hot Seat Exchange বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই পদ্ধতি চালু রাখার পক্ষে সভায় সকলে একমত পোষন করেন।

১৫। পরিচালক (নিরাপত্তা) চবক এর দপ্তর কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মকর্তা কর্মচারী এবং শ্রমিকদের পাশাপাশি Stake-holder দের জনবল কেও অগ্নি নির্বাপনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।

১৬। বিবিধ বিষয়ে আলাপ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, চট্টগ্রাম বন্দর বর্তমানে তার সর্বোচ্চ দক্ষতায় পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার জাহাজের কোন Congestion নেই। বেশিরভাগ জাহাজই on arrival বার্থ পাচ্ছে। কন্টেইনার ডেলিভারির পরিমাণ এবং ডেলিভারি প্রক্রিয়াও অত্যন্ত smooth রয়েছে। অনলাইন ডেলিভারি অর্ডারের মাধ্যমে ডেলিভারি প্রদান কার্যক্রম শুরু হওয়ায় এ ক্ষেত্রেও ব্যাপক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই তিনি পরবর্তীতে স্টেক হোল্ডার গণের সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়মিত এই সভাটি প্রতি মাসে না করে প্রতি তিন মাসে একবার করার প্রস্তাব করেন। তিনি জানান যে, প্রতিমাসে এরূপ সভা করতে গেলে - সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতি পর্যালোচনা ইত্যাদি সঠিকভাবে করা যায় না। তাছাড়া প্রায় সকল Business Association এর প্রতিনিধিবৃন্দ এই সভায় উপস্থিত থাকেন বিধায় সকলের কিছুটা ব্যবসায়িক ক্ষতি এবং কর্ম ঘন্টারও অপচয় হয়।

বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস এসোসিয়েশন এবং চট্টগ্রাম কাস্টমস্ এজেন্টস এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবৃন্দ তাঁর বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন।

সার্বিক দিক বিবেচনায় উপস্থিত সকলের পরামর্শ অনুযায়ী এই সভাটি প্রতি ০৩ (তিন) মাস পর পর আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বন্দর ব্যবহারকারীগণের প্রয়োজন হলে যে কোন সময়ে সভা আহ্বান করা হবে।

১৭। বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, কোন কোন জাহাজের On board এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০ টন Capacity-র Forklift (FLT) এর প্রয়োজন হয়। যেহেতু এরূপ Forklift জাহাজের ক্রেন ব্যবহার করে জেটি হতে জাহাজে উত্তোলন করতে হয় তাই এই Forklift এর Self Weightও ২০/২৫ মেঃটন বা তার চেয়ে কম হতে হয়। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, এত কম Self Weight সম্পন্ন ২০ মেঃটন Capacity-র Forklift চট্টগ্রাম বন্দরের বহরে নেই। Private Sector-এ এধরনের ১/২টি Forklift রয়েছে। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মাঝে মাঝে Forklift সমূহ বিকল হয়ে পড়লে বা কোন কোন সময়ে জাহাজে চাহিদা বেড়ে গেলে এই Forklift সমূহের সংকট দেখা দেয় এবং জাহাজের কাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই তিনি চট্টগ্রাম বন্দরকে এ ধরনের কয়েকটি Forklift সংগ্রহের আবেদন জানান।

চেয়ারম্যান, চবক, মহোদয় এ ধরনের Forklift সংগ্রহের বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), চবক কে নির্দেশনা প্রদান করেন।

১৮। চট্টগ্রাম বন্দরে অগ্নিকাণ্ড, নাশকতা, বিস্ফোরণ ও অন্তর্ঘাত মূলক কর্মকান্ড প্রতিহত করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিনিয়তই জোরদার করছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া যা অব্যাহত থাকবে। এ বিষয়ে পরিচালক (নিরাপত্তা), চবক সভায় উপস্থিত সকল স্টেক-হোল্ডার গণের সহযোগিতা কামনা করেন।

১৯। পরিশেষে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা
১৯.১।	সভায় সকলের সর্বসম্মতিক্রমে ২৩/১০/২০২২ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় সভার কার্যবিবরণী অনুমোদিত হয়।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
১৯.২।	এফসিএল এবং এলসিএল কন্টেইনারের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড পেলেটাইজেশন এর বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলে নিশ্চিত করবেন অন্যথায় পহেলা জানুয়ারী ২০২৩ ইংরেজি হতে দায়ীদের বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ সহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার, এম.এল.ও
১৯.৩।	আইএমডিজি কোড অনুযায়ী বিপদজনক পণ্যবাহি কন্টেইনারের ক্ষেত্রে যথাযথ স্টিকার কন্টেইনারের গায়ে সাঁটিয়ে দেয়ার বিষয়ে শিপিং এজেন্ট, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার সহ সংশ্লিষ্ট সকলে আরো সতর্কতার সহিত দায়িত্ব পালন করবেন।	শিপিং এজেন্ট/ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার এবং সংশ্লিষ্ট বার্থ অপারেটর/টার্মিনাল অপারেটর।
১৯.৪।	ASYCUDA World System এর আইটি টিমের সাথে সমন্বয় করে স্ক্যানিং রিপোর্ট অনলাইনে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব Scanner সংগ্রহ করে চট্টগ্রাম বন্দরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্ক্যানার স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস।
১৯.৫।	পুরাতন অকশন গোলা এলাকায় ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য উক্ত এলাকা চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তরের লক্ষ্যে শুল্ক কর্তৃপক্ষ হতে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হবে। অতি পুরাতন জরাজীর্ণ যে সকল কন্টেইনার এখনো বন্দর অভ্যন্তরে জমে আছে তা দ্রুততার সহিত নিলাম বা ধ্বংস করতে হবে।	শুল্ক কর্তৃপক্ষ।

১৯.৬।	বিপদজনক এবং পচনশীল পণ্য স্বল্পতম সময়ে নিলামের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস কর্তৃপক্ষ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে আইন/বিধি যুগোপযোগী করার ব্যবস্থা নিবে।	শুল্ক কর্তৃপক্ষ।
১৯.৭।	শুল্ক আইন অনুযায়ী মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে আনীত পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানিকারকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	শুল্ক কর্তৃপক্ষও আমদানী-রপ্তানীকারক নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তর।
১৯.৮।	দেশের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে আরটিজিএস সার্ভার সকল খোলার দিন বিকাল ৫ টা পর্যন্ত এবং অন্যান্য দিন ন্যূনতম বিকাল ৩টা পর্যন্ত চালু রাখার জন্য অদ্যকার সভা হতে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবরে অনুরোধ জানানো হলো। এ বিষয়ে চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ হতে বাংলাদেশ ব্যাংক এ যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হবে।	চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি।
১৯.৯।	এলসি খোলার সময় Proper Shipping Name উল্লেখ করে এল সি খুলতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে সকল তফসিলি ব্যাংক এর জন্য নির্দেশনা জারি করবে।	বাংলাদেশ ব্যাংক।
১৯.১০।	চট্টগ্রাম বন্দর সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ২৪x৭ গতিশীল রাখতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ সাপ্তাহিক ছুটি এবং অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনেও স্বাভাবিক কার্য দিবসের ন্যায় একইভাবে পণ্য কায়িক পরীক্ষা এবং শুল্কায়ন সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শিপিং এজেন্ট কর্তৃক ডেলিভারি অর্ডার ইস্যুর বিষয়ে শিপিং এজেন্ট এবং কাস্টমস্ এজেন্টস এসোসিয়েশন যৌথভাবে আলোচনা করে সমস্যা সমাধান করবেন।	শুল্ক কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম কাস্টমস্ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্ট এসোসিয়েশন।
১৯.১১।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য সুষ্ঠু এবং নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে এলসিএল Operation বন্দর সংরক্ষিত এলাকার বাইরে সরিয়ে নিবে।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডার।
১৯.১২।	পরিচালক (নিরাপত্তা) সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে আলোচনা করে অনলাইন টিকেটিং সিস্টেম পূর্ণাঙ্গ রূপে ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	পরিচালক (নিরাপত্তা), চট্টগ্রাম কাস্টমস্ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন, ট্রাক ও কার্ভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ।
১৯.১৩।	বর্তমানের মতোই Hot Seat Exchange প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। এছাড়া এ সংক্রান্ত যে মনিটরিং কমিটি রয়েছে উক্ত কমিটির কার্যক্রম জোরদার করা হবে।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, এবং মনিটরিং কমিটি।
১৯.১৪।	পরিচালক (নিরাপত্তা) চবকের দপ্তর কর্তৃক অগ্নি নির্বাপনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত থাকবে।	পরিচালক(নিরাপত্তা),চবক ম্যানেজার (ট্রেনিং), চবক।
১৯.১৫।	চট্টগ্রাম বন্দরের অগ্নিকাণ্ড, নাশকতা, বিস্ফোরণ এবং অন্তর্ঘাত মূলক কর্মকাণ্ড প্রতিহত করার লক্ষ্যে স্টেক হোল্ডারগণ তাদের স্ব স্ব অবস্থানে থেকে চট্টগ্রাম বন্দরকে সার্বিক সহায়তা করবেন।	পরিচালক (নিরাপত্তা), চবক, সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডার।
১৯.১৬	সকল Stake holder-দের সমন্বয়ে আয়োজিত সভা প্রতি ০৩ (তন) মাস পর পর অনুষ্ঠিত হবে। তবে জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময়ে সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করা যাবে।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

১৯.১৭	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জরুরী ভিত্তিতে কম Self Weight (২০ টন এর মধ্যে) সম্পন্ন ২০ মেঃটন Capacity-র Forklift (FLT) সংগ্রহ করবে।	প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)।

আলোচনা শেষে চেয়ারম্যান, চবক মহোদয় বন্দরের Operational কার্যক্রম ২৪X৭ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের অনুরোধ করেন এবং বন্দরের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অগ্নিকান্ড, বিস্ফোরণ, নাশকতা ও অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকান্ড প্রতিহত করার লক্ষ্যে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

চেয়ারম্যান
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
তারিখ: ১৪ /১২/২০২২ইং।

নথি নং-ডিটি/শিপ/মন্ত্রী পরিষদ সভা/ কার্যবিবরনী/২২/২৯১২

অনুলিপি- জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) -

১। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা সদয় অবগতির জন্য।
২। পরিচালক-১১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
৩। সকল সদস্য, চবক।
৪। কমিশনার অব কাস্টমস্, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।
৫। পরিচালক (প্রশাসন), চবক।
৬। পরিচালক (নিরাপত্তা), চবক।
৭। ডেপুটি কনজারভেটর, চবক।
৮। প্রধান অর্থ ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, চবক।
৯। প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), চবক।
১০। প্রধান প্রকৌশলী, চবক।
১১। চীফ হাইড্রোগ্রাফার, চবক।
১২। পরিচালক (বিদ্যুৎ), চবক।
১৩। প্রধান নিরীক্ষা কর্মকর্তা, চবক।
১৪। ডেপুটি ম্যানেজার (এস্টেট), চবক।
১৫। সচিব, চবক।
১৬। চীফ প্ল্যানিং, চবক।
১৭। প্রধান নিরীক্ষা কর্মকর্তা, চবক।
১৮। উপ-প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন), চবক।
১৯। ডেপুটি ট্রাফিক ম্যানেজার (প্রশাসন), চবক।
২০। টার্মিনাল ম্যানেজার, চবক।
২১। ডেপুটি ট্রাফিক ম্যানেজার (অপাঃ), চবক।
২২। পি এস টু চেয়ারম্যান, চবক - চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য দেয়া গেল।
২৩। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম।
২৪। কমান্ডার বি. এইচ সিরাজী, ডেঞ্জারার্স গুডস্ কন্ট্রোল সেন্টার, বিএন, চট্টগ্রাম।
২৫। প্রেসিডেন্ট, চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।
২৬। প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিজিএমইএ, বিজিএমইএ ভবন (লেভেল-৪ ও ৫), ৬৬৯/ই, ঝাউতলা রোড, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম।
২৭। সহ-সভাপতি, বিকেএমইএ, চেম্বার ভবন (৫ম তলা), ৩৮, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।
২৮। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন, মক্কা মদিনা ট্রেড সেন্টার (এমএমটিসি), ৩য় তলা, ৩৮, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।
২৯। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কন্টেইনার শিপিং এসোসিয়েশন, এসএইচআর টাওয়ার, বাদামতলীর মোড়, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

৩০। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন (বাফা), আনোয়ার ট্রেড সেন্টার (লেভেল-১০) (যমুনা ভবনের পার্শ্বে), ১৭২৮, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।

৩১। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম কাস্টমস্ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন, সিএন্ডএফ টাওয়ার, ১২ তলা, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।

৩২। চেয়ারম্যান, বার্থ অপারেটরস্, শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরস এন্ড টার্মিনাল অপারেটরস্ ওনার্স এসোসিয়েশন, ছাবের প্লাজা (২য় তলা), স্ট্র্যান্ড রোড, চট্টগ্রাম।

৩৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিপ হ্যান্ডলিং এন্ড বার্থ অপারেটরস্ এসোসিয়েশন, ১০৫, হোসেন চেম্বার, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

৩৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাইফ পাওয়ারটেক লিঃ, মক্কা মদিনা টাওয়ার (১৮ তলা), ৭২ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।

৩৫। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো এসোসিয়েশন (বিকডা), আকতারুজ্জামান সেন্টার (৭ম তলা), আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।

৩৬। সভাপতি/সাধারন সম্পাদক, আন্তঃজিলা মালামাল পরিবহন সংস্থা ট্রাক ও কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতি, হাজী সৈয়দুর রহমান ম্যানশন, ৩৭৬, ডিটি রোড, কদমতলী, চট্টগ্রাম।

৩৭। সভাপতি/সাধারন সম্পাদক, চট্টগ্রাম প্রাইম মুভার ও ফ্লাটবেড ওনার্স এসোসিয়েশন, মাদ্রাসা বিল্ডিং (৪র্থ তলা), সিসিটি ১নং গেইট, নিউমুরিং, বন্দর, চট্টগ্রাম।

৩৮। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম বন্দর কর্মচারী পরিষদ, চট্টগ্রাম।

২৪/০৭/২২

পরিচালক (ট্রাফিক)
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ